Vol. 9 | No. 2 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন

Volume	9
Issue	2
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i2.3
Pages	81-101
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন

Check for updates

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

: হ :

হক—সত্য, যথার্থ, অধিকার। আ, হ:ক্। —দার—সং, ন্যায্য অধিকারী। দার দ্রঃ।—হকুক—যথার্থ অধিকার। হ:ক্ এবং বহুবচন হকুক্ নাহক—মিথ্যা, অনর্থক। তু: চাচা কাহিনী: "হক কথা কয়েছে সরকার"। পু: শ্রীম, কথামৃত, ২য়: "উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম।" অথবা, মরুতীর্থ হিংলাজ: তার অবশ্য আর রুটি চাইবার হক নেই। কারণ সে ত আগেই তাদের প্রাপ্য সমস্ত আটাটা নিয়ে নিয়েছে। আবার, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ: নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক সকলেই পাঠানীর হকদার। বা, চি. প. স. চিত্র: ষ্টুষ্টীগণের যে সত্বাধিকার হকহকুক যে কিছু ছিল তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইয়া আপনারা সত্বাধিকারী ও দানবিক্রয়ের মালিক হইবেন। পু: ভারত-চন্দ্র: হালাল না করি করে নাহক হালাক।

হকিকৎ—সত্যবাদিতা। আ, হ:কীকৎ। তু: মনসা বিজয়:

কাজি মোল্লা খোজাগণ মজলিসে সর্বজন
শুনিয়া এতেক হকিকত।

পু: চি. প. স. চিত্র: লিখিতং শ্রী···কস্য হকীকৎ পত্র মিদং···।

হকিম—হাকিম দ্র:।

হকিয়ৎ—ন্যায্য অধিকার। আ. হ:কীয়ৎ। তু: চি. প. স. চিত্র: এমতে হকিওতে লালিশ ভিন্ন ···।

হকুক—হক দ্র:।

হকুমত—হুকুমত দ্র:।

হজ—তীর্থ যাত্রা। আ. হঃজ্জ্। তু: পূ. গীতিকা, ২য়: সেই না দয়াল রাজা শুন্‌খাইন দিয়া মন। হজ কামাইতে আইলা বাংলার ভুবন॥

হজ্জৎ, হজ্জুৎ, হর্জ্জুৎ—তর্ক, বিচার, বাদানুবাদ, প্রমাণ। আ. হঃজ্জৎ তুঃ রবীন্দ্র, চিঠিপত্র: হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয়। পু: বা. প্রবাদ: হুন্নুরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গাল। অথবা, সা. বি. গোলাম: সন্ধ্যে থেকে এত হজ্জুত গেল, তার ওপর রাস্তায় ছেনে দত্তর বাড়ির কাছে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, এরপর মেজবাবুর কি মেজাজ ঠিক থাকে? আবার, মা. গাঙ্গুলি, ধর্মমঙ্গল: শেষ নাম সঙ্গে হোক সাক্ষীর হর্জ্জুত। দুয়ারে কোটাল বসে যেন যমদূত॥

হজম—পরিপাক, আত্মসাৎ। —ই—পরিপাক জনক। আ. হজ.ম্; —ঈ। বদহজম দ্র:। তুঃ জামাই বারিক: তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন করে?

হজরত—মহান, মহানুভব। আ, হঃজ্রৎ। তুঃ বংশীবদন, মনসা মঙ্গল:

শুন শুন হজরত মোর দুঃখ কত মত,
হৈল সব নসিবের দোষে।

হজাম, হাজাম—নাপিত, প্রামাণিক। আ. হঃজ্জাম্। —ৎ—ক্ষৌর-কার্য। আ. হঃজামৎ। তু: কবিকঙ্কণ চণ্ডী: সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম। পু: বা. প্রবাদ: ছেলের সঙ্গে দেখা নাই, হাজামের সঙ্গে দোস্তি। অথবা, মা. চ. রাজার গান: ক্ষুর ধরিয়া নাপিতর বেটা চতুর্দিকে চায়। কার হুকুম না পায় হাজামত বানায়॥

হদ, হদ্দ—চূড়ান্ত, সীমা, সমাপ্তি। আ. হঃদ্দ্। বেহদ্দ দ্র:। তু: শ্রীম, কথামৃত, ১ম: শাস্ত্র পড়ে হদ্দ, অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা হয় না। পু: সু. রায়, খাই খাই: কেউ পড়েছেন হদ্দ মতন, কেউ পড়েছেন অল্প। অথবা, বা. প্রবাদ: চন্দ্রসূর্য্য অস্তগেল, জোনাকীর পোঁদে বাতি। মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাঁতী॥

হদিজ—হাদিস দ্র:।

হদিয়া, হেদায়া—দান, উপহার। আ. হদিয়ৎ। তু: তোহফা: হাদিয়ারে তোহফা আরবী ভাষে বলে। মহতেরে দেয় ডালি দিব্য বস্তু হৈলে॥

হদিস—রহস্য, যথার্থতা, ইতিহাস। আ. হ:দীছ্—ইতিহাস বা (হজরৎ মুহম্মদের) জীবন কথা: হাদিস দ্র:। তু: অবিশ্বাস্য: এখন প্রশ্ন, কিয়ামত কবে হবে তার তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

হদে হদ—শেষ কথা, নিশ্চিত। ফা. হ:দ্দে—হ:দ্দ্। হদ দ্র:। তু: পূ. গীতিকা, ৩য়: তোমার বধূ হৈলে তুমি পাইবা হদে হদ। ফকিরারে দিয়ম আমি সাত বচ্ছর কদ॥

হপ্তম—হফ্তম দ্র:।

হপ্তা, হফ্তা—সপ্তাহ। ফা. হফ্তহ। তু: অপসরণ: হফ্তায় একবার দেখলেই চলবে। পু: জামাই বারিক: আমি হপ্তায় আটদিন উপবাস করি।

হফ্তম—সপ্তম। ফা. হফ্তুম্। তু: সংবাদ প্রভাকর (২৮.৫.১২৫৯): দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হপ্তম বা পঞ্চম আইন জারী করেন না।

হফ্তা—হপ্তা দ্র:।

হম, হাম—সম, সমান, আরো। ফা, হম্। -দম,-দিল,-রাহি বন্ধু। দম, দিল ও রাহি দ্র:। তু: সীতারাম: তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল।

হমজুল্ফ,-জোল্ফ,-জোলফ—সমবয়স্ক, বন্ধু। হম ও জুলফি দ্র:। ফা. হম্-জুল্ফ্। তু: আ. ঘ. দুলাল: আমার হামজোলফ খোদাবক্স আমাকে এ প্রকার ফেরেক্কায় চলিতে বারবার মানা করিতেন।

হম্দ—প্রশংসা, যেমন, অল্হম্দুলিল্লাহ—ভগবানকে প্রশংসা। আ. হ:ম্দ্। আল ও আল্লা দ্র:। তু: সীতারাম: অল্হম্দল্ ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

হমল, হামেল—গর্ভ, গর্ভকোষ। আ. হ:মল্।-দার—গর্ভবতী। দার দ্র:। তু: চি. প. স. চিত্র: তাহাতে হামেল নষ্ট হয় নাই। পু: মো. খাতের, জহুরা নামা:

একে ত অবলা তাহে হামেলদার আছে,
কেমনে তাহাকে রেখে আসি বন বিচে।

হয়জা, হৈজ—কলেরা, উদরাময়। আ. হৈজ্জম। তু: ঢোঁ. চ. মানস: হৈজার ডাক্তার যখন তাৎমা-টুলীর ফৌজী কূয়োতে লাল রঙ্গ দিতে আসে তখন আমার বুক, সত্যি বলতে কি, ভয়ে দুর দুর করে।

হয়বৎ—ভয়, ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা। আ. হয়বৎ। প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন: সাহেব লোকের হয়বতে বাঙ্গালা-মুলুকে হাতিয়ারবন্দ লোক বিন হুকুমে কেহ লইয়া জাইতে পারে না।

হয়রান, হায়রান—বিব্রত, পরিশ্রান্ত। আ. হয়রান্।।-ই—ক্লান্তি, সমস্যা। তু: পূ. গীতিকা, ২য়: কান্দে পুত্র ডিঙ্গাধর আগে মৈল মাও। হয়রাণে ফেলিয়া বাপা কোথায় চইলে যাও। পু: মহানিশা: কেন মিথ্যে ভদ্রলোকদের হায়রাণ করে ফেরাবে। অথবা, জামাই বারিক: বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রাণি।

হর—হার দ্র:।

হরকৎ—বাধাবিপত্তি, চলন। আ. হ:র্কৎ—চলন। তু: সংসারের হরকৎ বুঝা কঠিন।

হরকরা, হর্কারা—চর, দূত, পত্রবাহক। ফা. হর্ কারহ—সকল কাজে ব্যবহৃত। তু: রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর: বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা। বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা। পু: মহারাষ্ট্র পুরাণ:

হরকারা পাঠাইয়া হকিকৎ আন যায়্যা,
কোথা হৈতে আইল লস্কর।

হরজ, হর্জা—ক্ষতি। ফা. হর্জ.হ—অনর্থক, আ. হ:রজ্—দোষ। তু: তারাশঙ্কর, ইমারত: তারপর আবার হেসে বললে—তাতেও কোন হরজা নেই।

হর্জুত—হজ্‌জৎ দ্র:

হরফ—অক্ষর, লিপি। আ. হ:র্ফ্। তু: পূ. গীতিকা, ২য়: উজীর নাজির সবে করে টানাটানি। হরফ না খুঁজ্যা পায় এমন লিখনি॥ পু: গো. হালদার, মুদ্রাদোষ: ছাপার হরফে নাম বেরুবে, ভারী নামের অধ্যাপক সেই লোভে লিখবেন।

হরিয়েক, হরেক—নানা প্রকার, প্রত্যেক। ফা. হর্ য়ক্। তু: বঙ্কিম, মু. গু. জীবন চরিত: ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, এক খানি সুপারিশ চিঠি করিয়া লইয়াছিলেন। পু: রা. তর্করত্ন, কুলীন কুল সর্ব্বস্ব:

হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা।

হলকা—সমূহ, দল, উত্তাপ, চাপ। আ. হ:ল্কহ। তু: অন্নদামঙ্গল:

ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।

পু: চাচা কাহিনী: তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে।

হলপ, হলফ, হলোফ—প্রতিজ্ঞা। আ. হ:ল্ফ্। তু: অপসরণ: তুমি কি হলফ করে বলতে পার যে—। পু: নীলদর্পন: অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে।

হশর, হসর, হাশর, হাসর—পুণরুত্থান, শেষ বিচারের দিন। আ. হ:শর্। তু: বাংলা সাহিত্যে নজরুল:

নজরুল ইসলাম বলে কর ভাই বন্দেগী,
খোয়াইওনা আজন্ম গোনাতে জিন্দেগী—
সারমেন্দিগী হবে হাশরের মাঝ।

পু: মুসা, রাগ-মারিফৎ:

দীন হীন মুছায় বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
এগো হাসরের বিচারের কালে
পাইবায় তার পরিচয়

হস্তবুদ্,, হাস্তবুদ—(পুরাতন ও) করধার্যের তালিকা। ফা, হাস্ৎ ব্ বুদ্—নূতন ও পুরাতন (করধার্যের তালিকা)। তুঃ চি. প. সমাজ চিত্র: হস্তবুদ নবীশ শ্রী···। পুঃ বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে।

হসর—হশর দ্রঃ।

হাইবাস—আউশ দ্রঃ

হাউৎ, হারুৎ, হাহুৎ—একজন ফিরিশ্তা বা দেবদূতের নাম। আ. হারূৎ: মারুৎ দ্রঃ। তুঃ বাউল গান (ফ. পাঞ্জা শাহ):

চার মোকামে মঞ্জিল-দ্বারে গুপ্তবেশে কিরণ দেয়,
লা-মোকামে নূরের আসন, হাউতে নবোত বাজায়।

হাউদা, হাওদা, হুদ্দা—হস্তি পৃষ্ঠে বসিবার আসন। আ. হৌদজ্—উষ্ট্র পৃষ্ঠে বসিবার আসন। তুঃ পূঃ গীতিকা, ২য়:

বলে উঠ্ল গজে হাওদা মাঝে, নয়নে ছুপিন।
ঝুড়ে ঝাড়ে আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন।

পুঃ গোবিন্দ করচা: হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা বিচিত্র নিশান। চারিটা রূপার হুদ্দা চলে আগোয়ান

হাউলাৎ—হাওয়ালা দ্রঃ।

হাউলি—হাব্লি দ্রঃ।

হাউস—আউশ দ্রঃ।

হাওয়াল, হাবালা, হাওলাৎ, হাওল—তত্ত্বাবধান, জিম্মা। আ. হ: বালহ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল: এই বলিয়া আসামিকে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিয়া—। পুঃ মা. চ. রাজার গান: গোদা-যমের নামে চিঠি হাওলাৎ করি দিল। অথবা, ভারতচন্দ্র:

পাত্রমিত্র দিল সায়, ভাল বলি রায়,
নাজিরের হাবালে করিল।

আবার, আনন্দমঠ: তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ির সঙ্গে চলিল।

হাওয়াসা—আউশ দ্রঃ।

হাওল, হাওলাৎ—হাওয়ালা দ্রঃ।

হাওসৎ—আওসৎ দ্রঃ।

হাকিম, হাকেম, হেকিম, হকিম—বিচারক, পণ্ডিত ব্যক্তি, চিকিৎসক, শাসক। আ. হঃকীম্—পণ্ডিত ব্যক্তি-বিশেষ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে; আ. হাঃকিম্—শাসক, বিচারক। তুঃ কৃত্তিবাস: সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার। হাকিম হৈয়া হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার॥ পুঃ দুর্গেশনন্দিনী: 'ওসমান, শীঘ্র হাকিমের নিকট লোক পাঠাও।' অথবা, রবীন্দ্র, আত্ম-পরিচয়: অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। আবার, আ. ঘ. দুলাল: কেহ বলে হাকিমিমত বড় ভাল। তুলনীয়—হেকিমী দাওয়াখানা: দাওয়াখানা দ্রঃ।

হাঙ্গাম, হাঙ্গামা, হ্যাঙ্গাম—গোলমাল, ঝঞ্ঝাট, সংযোগ, সমস্যা, বিপদ। ফা. হন্গামহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়: তোমার লাগি বারে বারে কে করে হাঙ্গাম। পত্তি দিন এজলাসে আমার আছে কাম॥ পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর:

নতুবা কি এত জোর হামেশা হাঙ্গামা সের
তথা কারু কথা লাগে নাই।

অথবা, রবীন্দ্র. জীবন স্মৃতি: যে-সব উপকরণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা পাকা না হয়, ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে। আবার, অপসরণ: তাহলে আমার পাসপোর্ট পেতে এত হ্যাঙ্গাম পোহাতে হয় না।

হাজত—(আবশ্যকতা-বোধে) কারাবাস। আ. হাঃজৎ—আবশ্যকতা, (সাময়িক) ব্যবস্থা। তুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ: বছর খানেক হাজত-বাসের

পর ছাড়া পেয়ে আবার যখন সে পথের মাঝে এসে দাঁড়াল, তখন এই ছুনিয়ার হালচালের উপর তার ধিক্‌কার জন্মে গেল। পু: অপসরণ: পুলিশ ও ক্যাপিটেলিস্ট্: আমাকে ধরে নিয়ে হাজতে আটক করবে। অথবা, মনসা বিজয়;

কোথা মোল্লা ডাকি লয় পীরের হাজত দেয়
সিরনি ফয়তা কুতুহলে।

হাজরা, হাজরি, হাজারি—উপাধি বিশেষ, (সহস্র সংখ্যক সৈন্যের) সেনাধ্যক্ষ, সহস্র সংখ্যাযুক্ত। ফা. হাজারী। তু: রূপরাম, ধর্ম মঙ্গল: আগুরি বস্যাছে নাম দক্ষিণ হাজরা। আশি ঢালি সঙ্গে ঢাল বান্ধা হীরা॥ পু: রবীন্দ্র, গল্পগুচ্ছ (মুকুট): সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপ নারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন। অথবা, পল্লীগীতি ও পূর্ব বঙ্গ: নীল পূজার আগের দিন রাত্রে হয় 'হাজরা পূজা'। আবার, কপালকুণ্ডলা: তোমার স্বামী পঞ্চম হাজারি মন্সবদার হইবেন।

হাজরি—হাজরা ও হাজার দ্র:।

হাজরি—হাজির দ্র:।

হাজল—আজল দ্র:।

হাজা—শুষ্ক (চর্মরোগ), বিনষ্ট। ফা. হঝহ

(হঝীদন্-শুষ্ক হওয়া, নষ্ট হওয়া)। তু: শিবায়ন: শুখা হাজা (জলাভূমি) পড়িল পশ্চাতে বিপরীত। পু: সা. বি. গোলাম: মিনসে মরেচে তো হাড় জুড়িয়েছে, কিন্তু একটা মরা হাজা ছেলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল না। অথবা, শ্রীম, কথামৃত, ২য়: যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজা শুকার বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে। আবার, পুতুল নাচের ইতিকথা: দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুর অপমৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার সময় তাহার নাই।

হাজাম—হজাম দ্র:

হাজার—সহস্র। ফা. হজার্। হাজারি—হাজরা দ্র:। তুলনীয় হাজার হউক। তু: গোবিন্দ দাস, করচা: হাজার হাজার লোক প্রভুকে

ঘেরিয়া। নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া॥ পুঃ অপসরণ: কুমার হাজার হোক বনের পাখি।

হাজি—যিনি হজ করিয়াছে: হজ দ্রঃ। আ. হা:জী। তুঃ অন্নদা-মঙ্গল:

কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে।

পুঃ বা. প্রবাদ: আগে কাজী, পরে হাজ :শেষে পাজী।

হাজিয়া—হাজা দ্রঃ।

হাজির—উপস্থিত। আ. হাজ্বির্। হাজরি হাজিরি-উপস্থিতি, জলপান বা (উপস্থিত) খাদ্য। আ. হা:জ্বিরী। তুলনীয়—হাজিরা (বহি); অথবা হাজির-জবাব, হাজির-জামিন ও গর-হাজির: গর, জবাব ও জামিন দ্রঃ। তুঃ ঘনরাম, ধর্ম রাজের গীত: কাতর কোটাল কহে নোউইয়া শির। চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির॥ পুঃ অপসরণ: পরদিন দে সরকার হাজিরা দিল না। অথবা, নৌকাডুবি: পরদিনেই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল। আবার, ঘরে বাইরে: লাঠিয়ালরা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইনস্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন। বা, ছড়ার ছবি (রবীন্দ্র):

কেউ বা লজ্ঞ্চুস,
সেটা ছিল মজলিসে তাঁর হাজরি দেবার ঘুষ।

ভারতচন্দ্রে: পরের হাজির গর-হাজির লিখতে। ঘরে গর-হাজিরী সে না পায় দেখিতে॥

হাজিরা—হাজির দ্রঃ।

হাদিয়া—হদিয়া দ্রঃ।

হাদিস, হদিজ—হজরৎ মহম্মদের জীবন কথা, ইতিহাস বা পুরাণ-কথা। আ. হ:দীছ্। হদিস দ্র:। তু: পূ. গীতিকা, ৪র্থ: হেপজ আছিল দিলে তান কোরান হদিজ। ভালামতে কৈও তিনি এনছাপ তরবিজ॥

হানেহাল—হামেহাল দ্র:।

হাপর, হাফর, আফ—(সেকরার) অগ্নিকুণ্ড, ধাতু গলাইবার পাত্র, ভস্ত্রা। আ. ল:ফ্রহ—কুণ্ড, গর্ত। তু: রবীন্দ্র, জীবন স্মৃতি: আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। পু: ঐ, গুরু: ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটানো সে তো হতেই পারে না। অথবা, পদ্মপুরাণ:

আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্মা জানিয়া সকল মর্ম
করণ্ডি গঠে পাতিয়া আফর।

হাফিজ, হাফেজ—যিনি কোরান মুখস্থ করিয়াছেন, রক্ষণকারী, একজন প্রসিদ্ধ ফারসী কবির নাম। আ. হা:ফিজ্। তু: রবীন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য: মৌলবীর নিকট হাফেজ পড়িয়া এবং পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পূরন্দর একটা নূতন মানুষ হইয়া উঠিল।

হাবলা—হাবা দ্র:।

হাবশি, হাবসি—আফ্রিকান্তর্গত আবিসিনিয়াবাসী। আ. হ:বশী। তু: অন্নদামঙ্গল: হাবসী ইমাম বক্স হাবসী প্রধান। হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥ পু: রবীন্দ্র, ছেলেবেলা: আন্দর মহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসী খোজারা পাহারা দিচ্ছে।

হাবসিখানা—হাবুজখানা দ্র:।

হাবা—হাওয়া দ্র:।

হাবা, হাবলা—বোকা, বোবা। আ. হবা। তু: দীনবন্ধু, জামাই ষষ্ঠী: হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে। বোবা বলে তবু বাক্য

নাহি সরে॥ পূ: বা. প্রবাদঃ তুমি ঠাকুর হাবলা, ফুল খাও খাবলা-খাবলা।

হাবালা—হাওয়ালা দ্রঃ।

হাবিজাবি—আবিজাবি দ্রঃ।

হাবিলদার—সৈন্য বিভাগের কর্মচারী, তত্ত্বাবধায়ক। ফা. হ্‌বাল্‌-দার্‌। হাওয়ালা দ্রঃ।

হাবুই—হায়ুই দ্রঃ।

হাবুজখানা, হাবসিখানা—কারাগার। আ. হঃব্‌স্‌+ফা. খানহঃ খানা দ্রঃ। তুঃ সীতারামঃ সে এখন হাবুজখানায় আছে। পূঃ ভারতচন্দ্রেঃ

দিলেক হাবসিখানা, অন্নজল কৈল মানা,
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল।

হাব্যাস—আউশ দ্রঃ।

হাম—হম দ্রঃ।

হামজোলফ—হমজুল্‌ফ দ্রঃ।

হামদো—মামদো।

হামরাই,-ও,-হি—সাথী, বন্ধু। ফা. হম্‌রাহ,-ই। হম এবং রাহা দ্রঃ। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দরঃ

হাজার সোয়ার সাথ হামরাই নিষিনাথ
আনন্দিত কবি গুণরাশি।

পূঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শাঃ আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজা, শনিবার—বীরেকৃষ্ণদাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু······ব্যালো তিনটে পর্যন্ত বারোইয়ারি তলায় হার্মরাও হয়েছিলেন।

হামানদিস্তা—উদূখল-মুষল। ফা. হাব্‌ন্‌দস্তহ। তু: লীলাবতী: মেয়েটি হামানদিস্তেই ফেলে থেঁতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না। পু: বউঠাকুরাণীর হাট: সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নির্জন নগর প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল।

হামাম—(উষ্ণ জলযুক্ত) স্নানাগার। আ. হঃম্‌মাম্‌। তু: রবীন্দ্র, ছেলেবেলা: বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্দ-কাঁকনের ঝনঝনি।

হামাশা—হামেশা দ্র:।

হামি—রক্ষক, ভর্ত্তা। আ. হাঃমী। তু: রামপ্রসাদ: আমি মলে এ মহলে আর নাই হামি।

হামেল—হমল দ্র:।

হামেশা, হামাশা, হামিসা—সর্বদা। ফা. হমীশহ। হামিস্কন—ফা. হমীশহ+সংক্ষণ। তু: রবীন্দ্র, খেয়া (মেঘ): অকারণে মুচকি হাসি হামেশা। পু: ঐ, কনিকা: খোঁপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা। পাড়ার লোকেরা জোটে দেখতে তামাশা॥ অথবা, পূ. গীতিকা, ২য়: হালুয়ানীর ঘরে পীর হামিসা আসিত। সুন্দর কুমারে পীর দেখিয়া যাইত॥ আবার, পূ. গীতিকা, ৪র্থ: আমিনারে নারাজ দেখি এছাকের মন। প্রেমের আগুনে আরো জ্বলে হামিস্কন॥

হামেহাল, হানহাল—সর্ব অবস্থায়। ফা. হমহ-হাঃল্‌। হাল দ্র:। তু: চাচা কাহিনী: আমি হামেহাল 'জেন্টিলম্যান'। পু: চি. প. স. চিত্র: বর্গি দেখিয়া লোকজত কাপে হানেহাল।

হায়ুই—হায়ুই দ্র:।

হায়ান, হেওান—প্রাণী, জন্তু। আ. হৈঃব্‌া্ন্‌। তু: গোর্খ-বিজয়: সে যেন জিন্দিগী তোমার হায়ন সেফাৎ। হাকিতে এ দম কর হাজল মারফৎ॥

হায়রান—হয়রান দ্র:।

হায়স—আউশ দ্র:।

হায়া—লজ্জা। আ. হ়য়া। বেহায়া দ্রঃ। তুঃ বা. প্রসাদঃ বেহায়ার হায়া নাস্তি, নাক কেটে করা শাস্তি। পুঃ মহানিশাঃ তখন চণ্ডীমূর্ত্তিতে তিনি বাড়ুয্যে-বাড়ী অবতীর্ণ হইয়া যা খুসী বলিয়া হায়া-লজ্জা বিহীনা কণের মাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

হায়াৎ—জীবন, প্রাণ। প্রা. হ়য়াৎ। আবে-হায়াৎ-জীবনমৃতঃ আব দ্রঃ। তুঃ ময়নামতীর গানঃ প্রথমে কহে গুরু মস্তকে দিয়া হাত। মাটি হোতে মৈনামতী বারুক হাএয়াৎ॥ পুঃ বাউল গান (লালন):

"আব-হায়াৎ" নাম গঙ্গা সে যে,
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে।

হায়ুই, হায়ই, হাবুই—আকাশ-বোমা। ফা. হব্াই-বাতাসযুক্ত, আকাশ সম্পর্কীয়। হাওয়া দ্রঃ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গলঃ শিলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতাই। জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ডা পাকায়॥ পুঃ পূ. গীতিকা ৩য়ঃ ক্ষণিক পরে হৈল তথায় বাজি খেলায় সুরু। ওরে আচমানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তম্বুরু॥

হার—হর দ্রঃ।

হারাম—অপবিত্র, পাপ, নীচ। আ. হ়রাম্।-দাদ্গী-নীচতা। ফা. -জাদিগী।-জাদা—অপবিত্র জন্ম, কুলাকার। জাদা দ্রঃ।-খোর—অপবিত্র-ভক্ষক খোর দ্রঃ। নিমক হারাম—অকৃতজ্ঞঃ নিমক দ্রঃ। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ হারামি কাজীর পেয়াদা কাটিছে কবর। পঞ্চভাই উপনীত হৈল তদন্তর॥ পুঃ বিজয় গুপ্ত, মনসা মঙ্গলঃ হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ। আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥ অথবা, বা. প্রবাদঃ আদা বেচে গাধা মিঠে বেচে হারামজাদা॥ বা. ঐঃ জামাই হারামখোর, আর বেড়াল হারামখোর। আ. ঘ. দুলালঃ তাহাকেও বলে, দূর হ হারামজাদী। পুঃ ঐঃ আগাগোরা হারামজাদগী ও বদ্জাতি। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্শাঃ এক একজন হারামজাদকি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্তি। আবার, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর:

করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির।

আবার, ভারতচন্দ্র:

হুকুম শাহানশাহী আর কিছু নাহি চাহি,
জের হল নিমকহারাম।

হারুৎ—হাউৎ দ্র:।

হারেম, হেরেম—স্ত্রী, অন্তঃপুর, পবিত্রস্থান। আ. হঃরম। তু: চাচা কাহিনী: দুটি হারেম পুষতে পারতেন; আর তুমি? পু: অপসরণ: তুমি কি তোমার হারেম শুদ্ধ সবাইকে হাজির করবে নাকি? অথবা নজরুল, জিঞ্জির:

হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল
নওরোজের নও-মফিল।

হাল—অবস্থা, বর্তমান সময়, আধুনিক। আ. হাঃল্। -আৎ—অবস্থাদি। আ.-আৎ-বহুবচনের চিহ্ন। -বাঁকী: বাকী দ্র:। -সাহানা—হিসাব পরীক্ষক, নিয়ামক। আ.-স্বন্‌'অ-রূপকার। -সুরৎ: সুরৎ দ্র:। হকিকৎ—অবস্থার সত্যতা। ফা. হাঃলে-হঃক্বীক্বৎ: হকিকৎ দ্র:। -ই—আধুনিক কালের। আ. হাঃলী। তু: রবীন্দ্র, লোকসাহিত্য: কিন্তু হাল নিয়মেই হউক আর সাবেক নিয়মেই হউক—। পু: আ. ঘ. দুলাল: তাহাদিগকে মকদ্দমার হালাৎসকল বুঝাইয়া দেন। অথবা, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ: পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালসাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। বা, ঐ: যদি কোন ধনবান ইংরেজের অর্থ-ভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে—। আবার ধূপছায়া: জমিদার বাবুকে না চটিয়ে তার গর্দভ ছেলের হাল-হকিকত বাতলানো তো সোজা কর্ম নয়।

হালাক—মৃত্যু, সর্বনাশ, ধ্বংস। আ. হলাক্। তু: ভারতচন্দ্র: হালাল না করি করে নাহক হালাক। যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥

হালাৎ—হাল দ্র:।

হালাল—শুদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত। আ. হঃলাল্। নিমক হালাল—কৃতজ্ঞ, অনুগত। নিমক দ্র:। তু: ভারতচন্দ্র: হালাল না করি করে নাহক

হালাক। পু: তোহফা: পবিত্র হইয়া ধন রহে চিরকাল। জাকাৎ করিলে ধন নির্মল হালাল॥ অথবা, ঘরে বাইরে: তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমক হালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

হালুয়া—এক প্রকার মিষ্ট খাদ্য। আ. হল্‌ব্‌ঈ। তু: পূ. গীতিকা, ২য়: নেজাম চাকরি লইল হালুয়ানীর ঘরে। দুই বেলা গরু চড়ায় মাঠে মাঠে ফিরে॥

হাশর—হশর দ্র:

হাশিল, হাসিল—সম্পন্ন, উৎপন্ন, লাভ, আবাদী। আ. হাঃস্বিল্। তু: আ. ঘ. দুলাল: আপন আপন মতলব হাশিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে। পু: অপসরণ: পনেরো মিনিটে কাজ হাসিল হবে।

হাসর—হশর দ্র:।

হাসিল—হাসিল দ্র:।

হাস্তবুদ—হস্তবুদ দ্র:।

হাহুৎ—হাউৎ দ্র:।

হিকমত, হেকমত—কৌশল, বুদ্ধি; জ্ঞান, পরমার্থ। আ. হিঃক্‌মৎ। তু: মৈ. গীতিকা: নামডাকি পীর তার বড় হেকমত। ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত॥ পু: হু. প্যাঁ. নক্‌শা: বিশেষত বিস্তর বাই, কথক ও গানেওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায় আপন হেকমত ও হুন্নুরিতে আজকাল বাবুর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেছেন। অথবা, জলে ডাঙ্গায়: পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনোর-হেকমত আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি।

হিজরা, হিজরি—ইসলাম প্রবর্তিত সময়-হিসাব। আ. হিজরহ—পলায়ন (হজরৎ মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন-কাল হইতে এই গণনা আরম্ভ হয়)।

হিন্দু—ভারতীয়, ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাসী। ফা. হিন্দূ। -আণ,-আনা, আনি—হিন্দুর আচার ব্যবহার। ফা.-আনহ। তু: বিজয়গুপ্ত: হারামজাত

হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ। আমার গ্রামে বেটা করে হিন্দুয়ান॥ পু: শ্রীচৈ. ভাগবত, মধ্য: মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি। ঝট জানি আয় তবে চলিব আপনি॥ অথবা, ভারতচন্দ্র: মিছা লয়ে ফিরে বেইমানী হিন্দুয়ানী।

হিবা—হেবা দ্র:।

হিম্মত, হেম্মত—সাহস, উৎসাহ, প্রেরণা। আ. হিম্মৎ। তু: চাচা কাহিণী: কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না। পু: হু. প্যাঁ. নক্শা: যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মৎ থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, আমোদপ্রমোদ ও কায় কারবার প্রচলিত হয়।

হিমায়েৎ—হেমায়েৎ দ্র:।

হিল্লা, হেল্লা, হিল্লে—উপায়, প্রতারণা। আ. হীঃলহ। তু: চাচা কাহিণী: কিন্তু সর্দি-কাশির তো তাহলে কোনো হিল্লে হয় না। পু: সা. বি. গোলাম: সাহেবের পায়ে গিয়ে জড়িয়ে ধর—একটা হিল্লে হয়ে যাবে। অথবা, ইসলাম-প্রসঙ্গে: বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণতার হেল্লায় পড়ে…বৃত্তি-পরায়ণতার শীত-অন্ধ আকর্ষণে নিজেকে আহুতি দিয়ে, মরণের দিকে চলতে থাকে।

হিস্‌সা, হিস্যা—অংশ, ভাগ। -দার—শরিক, ভাগীদার। দার দ্র:। আ. হিঃস্‌স্‌হ। তু: পূ. গীতিকা, ৩য়: চাইর আনি হিস্যা তারে দিব ছাড়িয়া। তোমার বাপের বাড়ীর জমিদারী লই দিব আনিয়া॥ পু: চাচা কাহিণী: অতো হিস্যেদারের সম্পত্তি নিলামে উঠলেও তো কেউ কেনে না।

হিসাব—গণনা, আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ, কারণ, তথ্য। আ. হিঃসাব্। -আনা—গণনার প্রাপ্য বা ফি। ফা.-আনহ—হিসাব বিষয়ক। -নবিশ—হিসাব-লেখক বা হিসাব-রক্ষক। নবিশ দ্র:। বেহিসাব—অমিতব্যয়, হিসাব বিহীন: বেহিসাব দ্র: তু: পূ. গীতিকা, ২য়: কত টাকা আনিয়াছ হিসাব কিতাব। তোমার কাছে বাপু নাহি চাই লাভ॥ পু: অপসরণ: এও কি এক হিসাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়? অথবা, ঐ: থিওরী হিসাবে মন্দ

নয়—কার্যত অচল। আবার বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ: তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা—তাহা টাকায় দুই পয়সা।

হিস্সা—হিস্‌সা দ্র:।

হুঁকা, হুকা, হুক্‌কা—তামাক সেবন পাত্র বা নল। আ. হুঃক্কহ। -বরদার—হুকা-বাহক: বরদার দ্র:। তু: মৈ. গীতিকা: টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে পানি। ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুকখানি॥ পু: মনসা বিজয়:

কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুকা লৈয়া
তমাকু ভরিয়া দেয় আগে।

পু: যোগাযোগ: আমি থাকি হুঁকা বরদারের ঘরে।

হুঁশ, হুঁস—হোশ দ্র:।

হুক্‌কা—হুঁকা দ্র:।

হুকমত—হুকুমত দ্র:।

হুকা—হুঁকা দ্র:।

হুকুম—আদেশ। আ. হুঃক্‌ম্। -দার—আজ্ঞাকারী। দার দ্র:। -নামা—আজ্ঞাপত্র, আদেশ পত্র। নামা দ্র:। -বরদার—আজ্ঞাবাহক। বরদার দ্র:। তু: মানিক গাঙ্গুলি: রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল রাজার। শিশু অন্বেষণে গেল সহর বাজার॥ পু: অপসরণ: তারাপদর হুকুমনামা যদিও সকলের ঘরে পৌঁছাল, তবু চোখে পড়িল মাত্র দু-একজনের।

হুকুমত, হকুমত, হুক্‌মত—শাসন, সরকার। আ. হুঃকূমৎ: হুকুম দ্র:। তু: গড়-শ্রীখণ্ড:…এক আধবার কন্‌স্টেবলদের ফল্ ইন্ করানো মাত্র—তাও ওপরওয়ালাদের হুক্‌মতে, প্রয়োজনে নয়।

হুজ্‌জুৎ—হজ্‌জৎ দ্র:।

হুজুগ, হুজুক—জনতা, হৈচৈ, বাহ্য আড়ম্বর। আ. হুজূম্। তু: রবীন্দ্র, সমস্যাপূরণ: এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই। পু:

ঐ, শব্দতত্ত্ব: বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা কিছু হইয়াছে আর সেটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।

হুজুর—উপস্থিতি, (তাঁহার) সর্বব্যপকতা, প্রভু। আ. হুঃজূর্। -ই —সম্মুখীন, সরাসরি। যেমন, হুজুরি রায়ৎ—অর্থাৎ, যে প্রজা সরাসরি তাহার জমিদারকে খাজনা দেয়। তু: মৈ. গীতিকা: পায়েতে ধরিয়া সুধন কহিল, 'হুজুর,—মিছা রটনা হৈল নহি আমরা চোর। পু: অন্নদামঙ্গল: ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর। রাজার হুজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥ অথবা, রবীন্দ্র, প্রসঙ্গ কথা: হুজুরেরা যে কংগ্রেসকে দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

হুদ্দা—হাউদা দ্র:।

হুনর, হুনরি, হুনুরি, হুনোর—গুণ, শিল্প, কলা-নৈপুণ্য। ফা. হুনর্, -ঈ। তু: বেলাশেষের গান:

অষ্টবসুর কুলের দুলাল—
হুনর তোমার সাত বুড়ি।

পু: অ. বসু, বাহক বার্তিক: কথায় বলে, হুনুরে চীন আর হুজ্জুতে বাঙ্গাল। অথবা, আ. ঘ. দুলাল: তাই একটু লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম শিখিয়াছি। আবার, জলে ডাঙ্গায়: পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনোর-হেকমত, আর আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি।

হুর,-ই—পরী, দেব-কন্যা। আ. হূঃর্। তু: মৈ. গীতিকা: হুড় পরী জিনি কন্যা পরমা সুন্দরী। ইহার সুখের কথা কহিতে না পারি॥ পু: পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ: আত্তাপেরে লইয়া গেল আসমানের হুরী। বিপদকালে জাইনো বন্ধু তানারেই কাণ্ডারী। অথবা, রবীন্দ্র, প্রজাপতির নির্বন্ধ: মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই।

হুরমৎ—সম্মান, খ্যাতি। আ. হুর্মৎ। বেহুরমত দ্র:। তু: আ. ঘ. দুলাল: সরকারকে দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত, কত ইজ্জত।

হুলিয়া—পলাতকের বাহ্য প্রকৃতি ও আকৃতির বর্ণনা। আ. হিঃলয়ৎ —বাহ্য আকার। তু: সেই খুনী আসামীর হুলিয়া নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

হুশিয়ার, হুসিয়ার--হোশ দ্র:।

হেউস-জ্ঞান, বুদ্ধি। ফা. হূশ্ : হোশ দ্র:। তু: গোর্থবিজয়: সেই চার ফেরেস্তার কথা শুন দিয়া মন। আক্কেল অকুব হেউস বুদ্ধি এই চারিজন॥

হেওয়ান—হায়ন দ্র:।

হেকমত—হিকমত দ্র:।

হেকিম—হাকিম দ্র:।

হেদায়া—হদিয়া দ্র:

হেনা—চর্ম রঞ্জিত করিবার জন্য একপ্রকার লতা-বৃক্ষ বিশেষ। আ. হিঃন্না। তু: রবীন্দ্র, পলাতকা:

ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে।

হেপজ, হেফজ—সংরক্ষণ, সংরক্ষিত। আ. হিঃফ্জ্.—সংরক্ষণ। তু: পূ. গীতিকা, ৪র্থ: হেপজ আছিল দিলে তান কোরান হদিজ। ভালামতে কৈও তিনি এন্ছাপ তরবিজ।

হেপাজত, হেফাজত—তত্ত্বাবধান, যত্ন। আ. হিঃফাজ্‌ৎ। তু: অপসরণ: উজ্জায়নী আসায় বাদলের অনেক বেশি হেপাজত হচ্ছিল। পু: সা. বি. গোলাম: সেদিন অনেক পুলিশ-থানার হেফাজত থেকে বাঁচিয়েছে মেজবাবুই।

হেফজ—হেপজ দ্র:।

হেফাজত—হেপাজত দ্র:।

হেবা, হিবা—দান, উপহার। আ. হিবহ্। -নামা—দানপত্র। নামা দ্র:। তু: চি. প. স. চিত্র: আপন স্ব-ইচ্ছা-পূর্ব্বক মাই ভদ্রাসন আমাকে হেবা করিয়া হেবানামা পত্র লিখিয়া দিয়া—।

হেম্মৎ—হিম্মত দ্র:।

হেমাকৎ—নির্বুদ্ধিতা, অবাধ্যতা। আ. হিঃমাক্বৎ। তু: রাজসিংহ: বলিলেন, "কি এত হেমাকত? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?

হেমায়েৎ, হিমায়েৎ—সাহায্য, পালন। আ. হিঃমায়েৎ। তু: প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন: আমাকে খুব জানা আছে জে সরকারের হেমাএতী ও পানার রাইয়ৎ লোকের পর কোনমতে খলল না হয় এমত আপনকার মনস্থ আছে।

হেরেম—হারেম দ্র:।

হেল্‌লা—হিল্লা দ্র:।

হেস্তনেস্ত—অব্যবস্থা, অব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা। ফা. হস্ৎব্ নীস্ৎ—আছে ও নাই, অর্থাৎ আছে কে নাই করা বা নাইকে আছে করা। তু: রিক্তের বেদন: আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দিবার অভিপ্রায়ে তাঁর খাঁড়ার মত নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মত সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম।

হৈজা—হয়জা দ্র:।

হো—সে। আ. হু অ। যেমন, আল্লাহো-আকবর (সেই মহান ভগবান): আল্লা দ্র:।

হোমরা-চোমরা—শ্রদ্ধেয় বা নামজাদা। আ. আমীর-উমরা। আমির-উমরা দ্র:। তু: চাচা কাহিনী: তিনি বার্লিন শহরের কত সব হোমরা হোমরা পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন।

হোশ, হুঁশ, হুঁস—বুদ্ধি, জ্ঞান। ফা. হুশ্।-ইয়ার—সতর্ক, বুদ্ধিমান। ফা. হুশিয়ার্। হেউস দ্র:। তু: চাচা কাহনী: গল্পে মেতে গেলে আমার

আর কোনো হুঁস থাকে না। পু: অপসরণ: তার হুঁস হলো হখন পুলিশের লোক তার ঘরে ঢুকে খানা-তল্লাসী করে গেল। অথবা, মাধব, মঙ্গল চণ্ডীর গীত: কোনখানে রহে সেনা দাড়া-ডাঙ্গি লইয়া। হুসিয়ার হুসিয়ার কতোয়াল কহিছে ডাকিয়া॥ আবার, অন্নদামঙ্গল: থানায় নিয়েজিল হরকরা। হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা॥

হ্যাঙ্গাম—হাঙ্গাম দ্র:।

গ্রন্থপঞ্জি নির্দেশ:

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

অমৃতলাল বসু, বাহবা বাতিক

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প

গঙ্গারাম, মহারাষ্ট্র পুরাণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল নাচের ইতিকথা

রাজনারায়ণ বসু, তাম্বুলোপহার

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং

রামচন্দ্র খাঁ, মহাভারত

রাম নারায়ণ, ধর্মরাজের গীত

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাভারত

শাবিরিদ খান, রসুল বিজয়

শ্রীকর নন্দী, ছুটিখানের মহাভারত

সমরেশ বসু, ছোটগল্প

সূর্য্যের গান